দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1991 পৃষ্ঠা 6 কলাম 9

## স্কুলটিকে রক্ষা করা হোক আমাদের বাঁচান

সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত ধানমণ্ডি-১৫ এলাকার কাকলি উচ্চ বিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় এ স্কুলের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। এখানে লেখাপড়া করেছে প্রায় ষোল শত ছাত্র-ছাত্রী। প্রায় ষাটজন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই স্কুলে চাকরিরত। এছাড়া রয়েছেন কেরানী, দফতরী ও আয়াসহ কয়েকজন অফিস স্টাফ। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা গত নবেম্বর' ৯০ থেকে কোন বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। ফলে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের দিনে অতি কষ্টে আমাদের দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। সামনে আসেছে রমজান, আসছে ঈদ। অবিলম্বে বেতন-ভাতা ব্যবস্থা না হলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সে কথা চিন্তা করে আমরা উদ্বিগ্ন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রাক্তন কর্মকর্তা স্কুলের জায়গাকে তাঁর নিজের সম্পত্তি বলে ঘোষণা দেয়ায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় সে প্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে এখন মামলা চলছে। কিন্তু সে মামলার রায়ের অপেক্ষা না করেই উক্ত ব্যক্তি স্কুলটিকে ধ্বংস করার পায়তারা করছে। এদিকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমাদের নিরীহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। শোনা যাচ্ছে বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে আমরা সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতাদি না পেলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যাতে স্কুলটি টিকে থাকতে পারে এবং আমরাও সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতাদি পেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারি তার আশু ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

—বেগম রাবেয়া আনোয়ার,
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা,
কাকলি উচ্চ বিদ্যালয়,
১৭৯ সাত মসজিদ রোড,
ঢাকা।